KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।
Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)
EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-3 • Issue- 23 • Bardhaman • 15 May 2026 • Rs. 2.00 (Four Pages)

এক নজরে

● তোলাবাজ,যারা কাটমানি খেয়ে বেঁচে রয়েছে,বালির দালালি করেছে, মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে তাদের একজনকেও ভারতীয় জনতা পার্টিতে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করলেন জামালপুরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক অরুণ হালদার।

● "ডিজে কালচার ভারতীয় জনতা পার্টির সংস্কৃতি নয়। ডিজে কালচার আমরা বন্ধ করবো। ডিজে বাজিয়ে কোমর দুলিয়ে অশালীন নাচ আমরা বরদাস্ত করবো না", ডিজে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করলেন জামালপুরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক অরুণ হালদার।

● রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়,ডেপুটি বিরোধী দলনেতা হিসেবে অসীমা পাত্র এবং নয়না বন্দোপাধ্যায়কে বেছে নিল তৃণমূল এবং বিধানসভায় তৃণমূল পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হল ফিরহাদ হাকিমকে।

● "বিতর্কিত মন্তব্য করব না।আমি সকলের মুখ্যমন্ত্রী",সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্তব্য করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

● বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই আতঙ্কিত বিএলআরও অফিসের জাল দলিল চক্রের পান্ডারা।দুর্নীতির আখড়া বিএলআরও অফিসের ঘুঘুর বাসা এবার ভাঙবে,বলছেন অনেকেই।

● মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের সারদা বিদ্যামন্দিরের ছাত্র অভিরূপ ভদ্র, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৮

● "মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন নির্বাচনে দুর্নীতি হয়েছে তাহলে এই নির্বাচনে জেতা তৃণমূলের প্রতিনিধিদেরও ইস্তফা দেওয়া দরকার", মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

● "ফ্রি বার্ড মুখ্যমন্ত্রীকে আইন ব্যবসার জন্য অগ্রিম শুভেচ্ছা। আশাকরি কপিল সিব্বাল,বিকাশ ভট্টাচার্য -এর থেকে অনেক বড়ো মাপের উকিল হিসাবে গোটা দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন", মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

● "সিন্ডিকেট হিংসা দুর্নীতি কাটমানি মুক্ত শান্তির সম্প্রীতির ঐক্যের ভাঙড় তৈরি করতে চাই", সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্তব্য করলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

● মধ্যমগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর

(এরপর চারের পাতায়)

বাংলায় এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন - শুভেন্দু অধিকারী'র নেতৃত্বে বাংলায় এবার যাত্রা শুরু করল বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার।মুখ থুবড়ে পড়ল মমতা ব্যানার্জি'র মেকি মুসলিম তোষণের রাজনীতি।মোদী ঝড়ে তছনছ ঘাসফুল।দর্পচূর্ণ মমতার।ব্যর্থ ভাতার রাজনীতি।পতন অহংকার আর ঔদ্ধত্যের।দার্জিলিং,কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, পুরুলিয়া,বাঁকুড়া,পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় খাতাই খুলতে পারল না তৃণমূল।গেরুয়া ঝড়ের তান্ডবে সারা রাজ্যের সঙ্গে হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমানেও বিধ্বস্ত ঘাসফুল।হুগলির ধনেখালি ও চন্ডীতলা এবং পূর্ব

বর্ধমানের খন্ডঘোষ ও বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়া অন্যত্র শুকিয়ে গেছে ঘাসফুল।সদ্য সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ঘাসফুলের সাজানো বাগান তছনছ করে দিয়ে বিজেপি ২০৭ টি আসনে জয়লাভ করেছে।প্রচন্ড গেরুয়া ঝড়ের মধ্যেও

(এরপর দুয়ের পাতায়)

রাজনৈতিক হিংসা রুখতে কড়া বার্তা বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন - বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে শুরু

হয়েছে অশান্তি।কোথাও বিরোধী দলের কর্মীদের মারধর ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে,কোথাও লেনিন মূর্তি ভাঙা হচ্ছে,তো কোথাও তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করে নেওয়ারও অভিযোগ উঠছে।এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক হিংসা রুখতে কড়া বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে শমীক ভট্টাচার্য বলেন,"আমি একটা কথা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিচ্ছি, বিজেপির পতাকা নিয়ে কোথাও যদি কোনো রাজনৈতিক হিংসা চলে, বাড়ির সামনে গিয়ে মহিলাদের উদ্দেশ্যে অশালীন কথা বলে,কোনো তৃণমূল অফিসের উপর আক্রমণ হয়, মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যদি কদর্য ভাষা ব্যবহার করা হয়,তাকে দল থেকে বার করে দেব। সেই অধিকার আমার পার্টির সংবিধান আমাকে দিয়েছে। কোনো

(এরপর দুয়ের পাতায়)

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে জিরো টলারেন্স নীতি হুগলি গ্রামীণ পুলিশের,গ্রেফতার ৮০,আটক ৫০০

নিজস্ব প্রতিবেদন - সদ্য সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায় কিছু বিচ্ছিন্ন ভোট পরবর্তী হিংসা ও অশান্তির ঘটনা সামনে এসেছে।তবে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে হুগলি জেলা পুলিশ। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। নিরপেক্ষ ও কঠোর অবস্থান নিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি জোরদার করা হয়েছে

প্রতিরোধমূলক নজরদারি।জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় হুগলি জেলার ধনেখালি,আরামবাগ,গুড়াপ,মগড়া,

(এরপর দুয়ের পাতায়)

ভোট লুটের তত্ত্বে অনড় মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন - ভোট লুটের তত্ত্বে অনড় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।হেরে গিয়েই ভোট লুটের অভিযোগ করলেন তিনি। ভোটে হারের পরেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অভিযোগ করেন,"১০০ আসন লুট করে নেওয়া হয়েছে,কমিশনই ভিলেন। আমরা হারিনি,কেন পদত্যাগ করবো?" আর এ নিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই চলছে চাপান উতোর।বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ,ভোটে ব্যাপক ভাবে

পর্যদুস্ত হতেই 'ভোট লুট' তত্ত্ব সামনে আনছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তৃণমূলের এই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, জনগণের রায়কে মেনে নিতে না পেরে পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি

(এরপর দুয়ের পাতায়)

ভোট পরবর্তী হিংসা বন্ধের দাবিতে কলকাতায় বামেদের মহামিছিল।

প্রকাশ্যে গরু জবাই বন্ধ করতে কড়া নির্দেশ জারি করল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন - প্রকাশ্যে গরু/মোষ জবাই বন্ধ করতে এবং বেআইনি গরু পাচার রুখতে কড়া নির্দেশ জারি করল রাজ্য সরকার। জনস্বাস্থ্য রক্ষা,পরিবেশ দূষণ রোধ এবং কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের পুরোনো নির্দেশিকা কঠোরভাবে বজায় রাখার জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে। শুধু সরকার স্বীকৃত এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত কসাইখানাতেই জবাই করা যাবে গরু,মোষ, ষাঁড় ও বাছুর।রাস্তাঘাট,খোলা মাঠ বা সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে এমন কোনও উন্মুক্ত স্থানে গরু জবাই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাজ্যজুড়ে বেআইনিভাবে গরু পাচার রোধ করতে এবং অবৈধ গরুর হাট উচ্ছেদ করতে সমস্ত থানাকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বয়স ও উপযুক্ত শংসাপত্র ছাড়া গরু/মোষ জবাই করা দণ্ডনীয় অপরাধ। মাংস কেনা বা গরু জবাইয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কসাইখানার সরকারি অনুমোদন রয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। জবাইয়ের পর পশুর রক্ত বা বর্জ্য পদার্থ যেখানে-সেখানে না ফেলে পুরসভা বা পঞ্চায়তের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অপসারণ করতে হবে। বুধবার ১৩ মে দেওয়া সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পুরসভার চেয়ারম্যান কিংবা পঞ্চায়েত সভাপতির সঙ্গে সরকারি পশু চিকিৎসক - ২ জনের যৌথ সার্টিফিকেট থাকলে তবেই গরু,মোষ জবাই করা যাবে।

(এরপর দুয়ের পাতায়)

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 23 ● 15 May, 2026

ভোট ব্যাংকের রাজনীতি

সাচার কমিটির রিপোর্ট নাড়িয়ে দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের ভিত ।চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের দৈন্যদশা ।বর্তমানে সরকারি চাকরিতে মুসলমানরা আরও বঞ্চিত ।শিক্ষা,স্বাস্থ্য,কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা কেবল পিছিয়েই নেই,চরম অবহেলার শিকার ।২০১১ তে সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও বিগত পনেরো বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলেও মুসলমানদের আর্থ সামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। মুসলমানদের অবস্থা যা ছিল তার থেকে আরো খারাপ হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি'র বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের অভিযোগ থাকলেও মুসলিম সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রকৃত অর্থে তৃণমূল কিছুই করেনি। মুসলিমরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে আছে। শুধু ইমাম ভাতা দিয়ে তো আর মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ঘটানো যায় না। মুসলমানদের সবাই ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছে,মুসলমানদের সার্বিক উন্নয়নের কথা প্রকৃত অর্থে কেউ ভাবেনি। সাচার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে,কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আসলে নিজেরা সচেতন ও শিক্ষিত না হলে কেউ কারো উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। মুসলিম সমাজের উন্নয়ন মুসলিমদের নিজেদেরই করতে হবে। আর এর জন্য হাতে তুলে নিতে হবে বই। শিক্ষাই পারে একটা সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে।

প্রকাশ্যে গরু জবাই বন্ধ

(প্রথম পাতার পর)

পশুটির বয়স অন্তত ১৪ বছরের বেশি হতে হবে অথবা যদি পশুটি ছোট,বার্ধক্য বা কোনো দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে স্থায়ী ভাবে কাজ করতে অক্ষম হয় তবেই জবাই করার অনুমতি মিলবে। সরকারি অনুমতি মেলার পরেই গরু,ষাঁড়, মোষ জবাই করা যাবে। জবাই করা যাবে শুধুমাত্র সরকার স্বীকৃত কসাইখানায়। গরু জবাই করতে লাগবে নির্দিষ্ট সার্টিফিকেট,নির্দেশ সরকারের। সার্টিফিকেট থাকলেও প্রকাশ্যে গরু, মোষ জবাই করা যাবে না বলেও নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার। নিয়ম অমান্য করলে ৬ মাস জেল বা ১০০০ টাকা জরিমানা কিংবা জেল ও জরিমানা দুটোই হতে পারে বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে।

ভোট লুটের তত্ত্বে অনড় মমতা

(প্রথম পাতার পর)

ছড়াচ্ছে তৃণমূল। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ,অশান্তি ও অভিযোগের রাজনীতি আরও তীব্র হয়েছে। বিরোধী শিবিরের বক্তব্য,একাধিক বুথে ভোটারদের প্রভাবিত করা,ছাপ্পা ভোট এবং প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে ।সেই প্রসঙ্গ টেনেই তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেছে,গণতন্ত্রকে বাঁচাতে তারা সরব হয়েছে ।তবে বিজেপি নেতৃত্বের পাল্টা আক্রমণ আরও তীব্র। তাদের বক্তব্য,ভোটে মানুষের সমর্থন কমতেই এখন ভোট লুটের অভিযোগ তুলে সহানুভূতি আদায়ের মরিয়া চেষ্টা করছে তৃণমূল ।বিজেপির এক নেতা কটাক্ষ করে বলেন, তজনতা জবাব দিয়েছে বলেই এখন হার ঢাকতে নতুন নাটক শুরু হয়েছে ।দ রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচনের ফলের পর বাংলার রাজনীতিতে সংঘাতের আবহ আরও বাড়তে পারে ।ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে ।প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কড়া নজরদারি শুরু করেছে ।এদিকে সাধারণ মানুষের দাবি, রাজনৈতিক তরজা নয়,শান্তি ও উন্নয়নের পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ। ভোট-পরবর্তী হিংসা ও অভিযোগের রাজনীতি ঘিরে রাজ্যজুড়ে বাড়ছে উদ্বেগ ।যদিও আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন ।রাজনৈতিক হিংসা রুখতে রং না দেখে পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

গণতন্ত্রে জনমত এবং সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা

ইসরাইল মল্লিক

গণতন্ত্র হল এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে জনগণই রাষ্ট্রের মূল শক্তি,যার মূল মন্ত্র GOVERNMENT OF THE PEOPLE,BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE.জনগণের মতামত,চাহিদা ও অধিকারকে গুরুত্ব দিয়েই গণতন্ত্র পরিচালিত হয় ।এই ব্যবস্থায় জনমত এবং সংবাদ মাধ্যম একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। জনমত গণতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে তোলে,আর সংবাদ মাধ্যম সেই জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনমত বলতে সাধারণ মানুষের চিন্তা,মতামত ও অনুভূতির সমষ্টিকে বোঝায় ।একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই নীতি নির্ধারণ করে ।নির্বাচন,আন্দোলন, আলোচনা,সমালোচনা ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জনমত প্রকাশ পায় ।জনগণ যদি সচেতন ও সক্রিয় থাকে, তাহলে গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয় ।অন্যদিকে জনমতকে উপেক্ষা করলে গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে ।সংবাদ মাধ্যম সরকারের কাজকর্ম তুলে ধরে,দুর্নীতি ও অন্যায় প্রকাশ করে এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাজের সামনে নিয়ে আসে ।এর ফলে জনগণ সচেতন হয় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে ।গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হল সংবাদমাধ্যম ।রাষ্ট্রের আইন,শাসন ও বিচার বিভাগের পর সংবাদমাধ্যমই হল জনগণের কণ্ঠস্বর ।কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে, যখন তথ্য প্রযুক্তির বিস্ফোরণ ঘটেছে,তখন প্রশ্ন ওঠে,আমরা কি তথ্যের সাগরে ভাসছি,নাকি ভুল তথ্যের (Misinformation) জালে বন্দি ? জনমত তৈরি,জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং শাসকদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার মূল দায়িত্ব সংবাদমাধ্যমের ।কিন্তু সংবাদ মাধ্যমই আজ নানামুখী চাপের মুখে। রিপোর্টার্স উইদাউট বডার্স এর ২০২৬ সালের বিশ্ব সংবাদ মাধ্যম স্বাধীনতা সূচকে ১৮০ টি দেশের মধ্যে ভারত ১৫৭ তম স্থানে রয়েছে,যা খুবই উদ্বেগজনক ।গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মজবুতি নির্ভর করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যমের ওপর,যা কেবল খবরের যোগান দেয় না,বরং খবরের পেছনের খবর বিশ্লেষণ করে মানুষের চিন্তাশক্তিকে প্রসারিত করে ।বর্তমান সময়ে 'ব্রেকিং নিউজ'- এর যুগে খবরের সত্যতা যাচাই করার সময় কমে এসেছে ।সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে একটি ভুয়ো খবর নিমেষের মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ।এর ফলে জনমত তৈরি হওয়ার পরিবর্তে জনবিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে ।নিরপেক্ষতার ধারণাও আজ প্রশ্নবিদ্ধ ।সংবাদমাধ্যম যদি নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক আদর্শ বা কর্পোরেট স্বার্থের দাস হয়ে পড়ে,তবে জনমত সঠিক দিশা পায় না। গণতন্ত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেমন জরুরি, তেমনই সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকারও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যখন সংবাদমাধ্যম প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়,তখন গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে ।একটি সুস্থ গণতন্ত্রে শাসকের সমালোচনা হবে, এটাই স্বাভাবিক ।কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা লক্ষ্য করছি, শাসকদলের সমালোচনা করাকে 'দেশদ্রোহিতা' বা 'রাষ্ট্রবিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা বাড়ছে। সাংবাদিকদের ওপর চাপ, আইনি জটিলতা এবং মত প্রকাশের ওপর নিয়ন্ত্রণ সংবাদমাধ্যমের সাহসিকতাকে সংকুচিত করছে ।যেখানে প্রশাসন বা শাসকদল তাদের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য জনগণের মুখোমুখি হতে চায় না, সেখানে সংবাদমাধ্যমকেই প্রশ্ন করতে হয় ।কিন্তু যদি সংবাদমাধ্যমই শাসকের পোষ্য হয়ে যায়,তবে সমাজের শোষিত,বঞ্চিত মানুষের কথা তুলে ধরবে কে ? মূলধারার সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি, আজকের দিনে ডিজিটাল বা সোশ্যাল মিডিয়া জনমত গঠনে বড় ভূমিকা নিচ্ছে। প্রথাগত সংবাদমাধ্যম (নিউজ পেপার, টিভি চ্যানেল) যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এড়িয়ে যায়, তখন সোশ্যাল মিডিয়া বিকল্প প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উঠে আসছে ।কিন্তু এখানেও ঝুঁকি কম নয় ।সোশ্যাল মিডিয়া কোনো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না,ফলে গুজব ছড়ানোর ভয় থাকে ।তবুও, এটি নাগরিক সাংবাদিকতার (Citizen Journalism) নতুন দরজা খুলে দিয়েছে, যা শাসকের একচেটিয়া তথ্যপ্রবাহকে ভেঙে দেয় ।সম্পাদকীয় বা উত্তর সম্পাদকীয় হলো একটি পত্রিকা বা সংবাদের প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব মতামতের প্রতিফলন ।এটি কেবল ঘটনার বিবরণ নয়, বরং ঘটনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠককে নিজের মতামত তৈরি করতে সাহায্য করে ।এই ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা,যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ এবং তথ্যের সঠিকতা অপরিহার্য। পক্ষপাতহীন উত্তর সম্পাদকীয় পাঠকদের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং সমাজকে সঠিক পথে চালিত করতে সাহায্য করে ।গণতন্ত্র মানেই যে শাসক দলের প্রতিটি কথা শিরোধার্য করে নেওয়া,তা কিন্তু নয় ।গণতন্ত্র মানে হল সমালোচনা, বিতর্ক এবং পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ।সংবাদমাধ্যমকে তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে,একইসঙ্গে পাঠক বা জনতাকে হতে হবে সচেতন। সোশ্যাল মিডিয়ায় আসা প্রতিটি তথ্যকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস না করে,তা যাচাই করার ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে ।গণতন্ত্র তখনই সার্থক হবে,যখন জনমত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে,গুজবের ওপর নয় ।সংবাদমাধ্যমের কলম ও কণ্ঠস্বর যেন কখনোই শাসক বা কর্পোরেট শক্তির ভয়ে বা লোভে নত না হয়, তা নিশ্চিত করাই বর্তমান সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ।

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে

(প্রথম পাতার পর)

সিঙ্গুর, হরিপাল,পুরশুড়া,তারকেশ্বর সহ বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে এখনও পর্যন্ত ৮০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আগাম সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসেবে ৫০০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে ।শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জেলার বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে ।কিউআরটি ও সিএপিএফ বাহিনী ২৪ ঘণ্টা টহল দিচ্ছে ।সম্ভাব্য অশান্তি রুখতে আগাম আটক ও আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ।হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তঅশান্তি বরদাস্ত করা হবে না ।আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।দ বর্তমানে জেলার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং পুলিশ সর্বক্ষণ নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে ।আইন-শৃঙ্খলা ভাঙার যে কোনও চেষ্টার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

'ব' মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুষ্ঠানিক রাজ্য প্রতীককে পুনরায় জাতীয় প্রতীকে পরিবর্তন করা হয়েছে।

ডবল ইঞ্জিন সরকার

(প্রথম পাতার পর)

তৃণমূল ৮০ টি আসন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে ।এছাড়াও সিপিএম ১ টি আসন,আইএসএফ ১ টি আসনে, কংগ্রেস ২ টি আসন এবং আম জনতা উন্নয়ন পার্টি ২ টি আসনে জয়ী হয়েছে। পাল্টানো দরকার,চাই বিজেপি সরকার", বিজেপির এই পরিবর্তনের স্লোগানে সাড়া দিয়ে স্বচ্ছ ও দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসনের লক্ষ্যে পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দিয়েছেন বাংলার জনগণ ।বুথস্তরে বিজেপির মজবুত সংগঠন না থাকলেও তৃণমূলকে হটাতে মানুষ মোদীজির ওপর ভরসা করেছে। মানুষের বিশ্বাস আর ভরসা রক্ষার দায় এখন বিজেপির ।মানুষের বিশ্বাস আর ভরসাকে সম্মান জানিয়ে ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটা পূরণ করতে পারে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার,সেটাই এখন দেখার।

নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ভূতনাথ মালিককে পরাজিত করে জামালপুরে ১১১৭৮ ভোটে জয়ী বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদার।

রাজনৈতিক হিংসা রুখতে

(প্রথম পাতার পর)

রাজনৈতিক হিংসা চলবে না। প্রশাসনকে দেখতে হবে,বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে যদি কেউ কোনো টোটো স্ট্যান্ড,কোনো অটোস্ট্যান্ড বা কোনো কারখানা মালিকের কাছ থেকে টাকা পয়সা চায় বা নিতে চায়,তাহলে কঠোরতম ব্যবস্থা নেবেন ।তাকে গ্রেফতার করবেন। কোনও রঙ দেখে কাজ করবেন না। কোনও রাজনৈতিক হিংসার জায়গা পশ্চিমবঙ্গে নেই ।এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে বলেই মানুষ আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন।"

চালু কোনো সামাজিক কল্যাণকর প্রকল্প বন্ধ হবে না,স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

অরিজিত চক্রবর্তী - নতুন সরকারের শপথের পর সকলের চোখ ছিল মন্ত্রিসভার বৈঠকের

দিকে। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হয় তার ওপর ঔৎসুক্য ছিল আম জনতার। শনিবার রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন ব্রিগেড ময়দানে বর্ণাঢ্য শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর সোমবার ছিল সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন।নতুন বিজেপি সরকারেরও প্রথম কাজের দিন।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সকাল ১১টার কিছু পরেই পৌঁছে যান রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক সদর দপ্তর নবান্নে।প্রথা মাফিক তাঁকে দেওয়া হয় গার্ড অব অনার। মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে আলোচনায় বসেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে।বৈঠকে ছিলেন মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা, স্বরাষ্ট্র সচিব সঙ্ঘামিত্রা ঘোষ,রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা।এর পরই নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু তাঁর সতীর্থদের নিয়ে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে বসেন।ছিলেন দিলীপ ঘোষ,অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক, অশোক কীর্তনিয়া ও ক্ষুদিরাম টুডু।স্বল্প সময়ের বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার ছয়টি গুরুত্বপুর্ন সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।এগুলি হল আয়ুষ্মান ভারত চালু,সীমান্ত এলাকায় কাঁটা তারের বেড়া দেবার বকেয়া কাজ শেষ করতে বিএসএফকে প্রয়োজনীয় জমি ৪৫ দিনের মধ্যে হস্তান্তরের কাজ সম্পূর্ণ করা,প্রধানমন্ত্রী জন আরাগ্য, বিশ্বকর্মা যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা,বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সহ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি প্রকল্পে যোগদান,ন্যায় সংহিতা আইন ও জনগণনা চালু করা।এছাড়াও বেকার যুবকদের চাকরির আবেদনের বয়সের উর্ধ্বসীমা পাঁচ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রিসভা।মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সাফ জানিয়ে দেন, রাজ্যে চলতি কোনো সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হবে না।তবে প্রকৃত সুবিধাভোগীরাই সেটি পাবেন।কোনো মৃত ব্যক্তি বা অ-ভারতীয় পাবেন না।ডিবিটির মাধ্যমে সেই টাকা সুবিধাভোগীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে । মুখ্যমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবে বলেন , এই সরকার সংবিধান ও নিয়ম - কানুন মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।শুভেন্দু জানান, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা,বেতন কমিশন ও আরজিকর কাণ্ড নিয়ে আগামী সপ্তাহে মন্ত্রিসভার পরবর্তী বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম দিনের কর্মসূচি ছিল বৈঠকে ভরা। দায়িত্ব নিয়েই তিনি একের পর এক বৈঠক করেন।মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরই তিনি সমস্ত জেলা শাসক ও পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী সেখানে সিন্ডিকেট রাজ,গরু পাচার,অবৈধ বালি খাদান বন্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দেন।পাশপাশি একশো দিনের কাজের সুবিধাভোগীদের তালিকা কতটা সঠিক তাও খতিয়ে দেখতে বলেন। বিধায়কদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে জেলার উন্নয়নের কাজ করতে তিনি জেলাশাসকদের নির্দেশ দেন।পঞ্চায়েত ও পুরসভার কাজ যাতে থেমে না থেকে সে দিকেও নজর দিতে বলেছেন বলে সূত্রের খবর ।দিনের শেষে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় বিধায়কদের নিয়ে নবান্ন সভাঘরে বৈঠকে বসেন।সেখানে তিনি স্পষ্ট জানান,মানুষের কথা ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে।কোনো কাজ ফেলে রাখা যাবে না।বিজেপির সংকল্প পত্র অনুযায়ী সরকার মানুষের জন্য কাজ করবে। বিধায়কদের বৈঠকে তিনি আগামী পয়লা জুন থেকে মহিলাদের জন্য মাসিক তিন হাজার টাকা অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু হবে বলে জানান।এছাড়াও মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে নিখরচায় ভ্রমনের সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করেন বলে জানা গেছে। পুলিশ কর্তাদের শুভেন্দু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাযের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থারও নির্দেশ দেন।তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাংসদ হিসেবে যেটুকু নিরাপত্তা পেতে পারেন তারই ব্যবস্থা করতে বলা হয়।মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের দপ্তরও বণ্টন করেন।দিনের শেষে মন্ত্রীরা তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরে গিয়ে সচিব ও বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে দপ্তরের কাজকর্ম বুঝে নেন।

নব্য বিজেপির উৎপাতে অতীষ্ট জনজীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন - ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর পর রাতারাতি বিজেপি হয়ে যাওয়া নব্য বিজেপি কর্মীরা এখন জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছে।বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি পাকাচ্ছে,একে ওকে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ।উদ্দেশ্য একটাই, তারাই যে আসল বিজেপি এটা প্রমাণ করা।এদের দাপটে অনেক জায়গায় পুরনো বিজেপি কর্মীরাও শঙ্কিত।এদের থেকে সাবধান হোন।এই সব ধান্দাবাজ লোকেরা যে দলে থাকবে সে দলেরই ক্ষতি করবে।নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এরা সবকিছু করতে পারে।নীতি আদর্শ নয়,চেয়ার যে দিকে এরাও সেদিকে।কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই বাস্তব।

শূন্যের গেরো কাটলো বামেদের। বিধানসভায় খাতা খুললো বামেরা। ডোমকলে ১৬২৯৬ ভোটে জয়ী বামফ্রন্ট মনোনীত আইএসএফ সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান।

নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী বর্ণালী দাসকে পরাজিত করে ধনেখালিতে ১৩০৫৭ ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসীমা পাত্র।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

মাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ ধনেখালি ব্লকের পাড়াম্বুয়া জগদ্ধাত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সোহিনী কোলে,প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২।

রেফার রোগে আক্রান্ত ধনিয়াখালি হাসপাতাল !

নিজস্বপ্রতিবেদন - রেফার রোগে আক্রান্ত ধনিয়াখালি হাসপাতাল।নামেই স্টেট জেনারেল হাসপাতাল,নেই ভালো চিকিৎসা পরিষেবা,নেই ব্লাড ব্যাংক,রোগীর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তো আছেই। ধনিয়াখালি হাসপাতালে রোগী নিয়ে গেলেই যেকোনো অজুহাতে চুঁচুড়া কিংবা বর্ধমানে রেফার করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।উন্নত হোক ধনিয়াখালি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা,গড়ে উঠুক ব্লাড ব্যাংক,অবিলম্বে বন্ধ হোক রেফার রোগ ও রোগীর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

ভোটের আগে নতুন দল খুলেই বাজিমাত। রেজিনগর এবং নওদা দুটি কেন্দ্র থেকেই বিপুল ভোটে জয়ী হলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হুমায়ূন কবীর।

"ভোটে জয় মানে সন্ত্রাসের লাইসেন্স নয়",জিয়াগঞ্জে লেনিন মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির সামনে লিবারেশন ও এসইউসিআই এর ডাকা প্রতিবাদী জমায়েতে মন্তব্য করলেন সিপিআই(এম এল) লিবারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

গরু পাচারের ছক বানচাল করল গুড়াপ থানার পুলিশ,১০ টি গরু বোঝাই ২ টি গাড়ি সহ গ্রেফতার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন - মঙ্গলবার গভীর রাতে হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের গুড়াপ থানার তৎপরতায় গরু পাচারের একটি বড়সড় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।জাতীয় সড়কে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পুলিশ দুটি গবাদিপশু বোঝাই গাড়ি আটক করেছে।এই ঘটনায় মোট ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে গুড়াপ থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, ১২ ও ১৩ মে মধ্যরাতে গুড়াপ থানা এলাকায় ডিউটি চলাকালীন গোপন সূত্রে খবর আসে যে,অবৈধভাবে গবাদিপশু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।সেই খবরের ভিত্তিতে এনএইচ ১৯ এবং ২৩ নম্বর রুটে নাকা তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। তল্লাশিতে WB 41K 2339 এবং WB 41J 8895 নম্বরের দুটি সন্দেহভাজন গাড়িকে আটকানো হয়।গাড়ি দুটিতে তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায়, অত্যন্ত অমানবিক অবস্থায় মোট ১০টি গোরু (প্রতিটিতে ৫টি করে) বোঝাই করা রয়েছে।চালক ও খালাসিদের কাছে গবাদিপশু পরিবহনের সপক্ষে কোনো বৈধ কাগজপত্র বা নথি না থাকায় পুলিশ তাদের তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে এবং গরু সহ গাড়ি দুটি বাজেয়াপ্ত করে।ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে গরু গুলি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।এই চক্রের সাথে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের অন্তর্গত গুড়াপ থানা এই ঘটনায় দুটি পৃথক মামলা রুজু করেছে।ধৃত ৫ অভিযুক্তকে বুধবার চুঁচুড়া চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (CJM) আদালতে পেশ করা হয়।অবৈধ গরু পাচার রুখতে পুলিশি নজরদারি জারি রয়েছে।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারকারীদের মূল পান্ডার খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে জেলা জুড়ে বিশেষ অভিযান পুর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন - আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে জেলা জুড়ে বিশেষ অভিযান পুর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের।অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ৭টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।একই সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে ০৮ রাউন্ড গুলি, যা সম্ভাব্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যবহৃত হতে পারতো বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই বেআইনি কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট ১০ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।এছাড়াও,জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালিয়ে ০৪ জন গরু পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।সীমান্ত ও আন্তঃজেলা পাচার রোধে পুলিশের এই অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।অন্যদিকে বিভিন্ন এলাকায় ভয় ও অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা তোলাবাজ ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে মোট ০৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।অপরাধ দমনে পুলিশের এই ধারাবাহিক অভিযান চালু থাকবে বলে জানানো হয়েছে।পূর্ববর্ধমান জেলা পুলিশ সর্বদা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর বলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য সোমবার নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ,রাজ্যের ডিজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

কাদামাটিতে পিচ্ছিল পিচ রাস্তার হাল ফেরাতে কড়া পদক্ষেপ পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা - রাস্তায় কাদামাটি পড়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি হুগলির বিভিন্ন থানা এলাকায় জমি থেকে ওঠার সময় ধান কাটা মেশিন ও ট্রাক্টরের চাকার কাদামাটি পড়ে রাস্তা পুরো কর্দমাক্ত,বৃষ্টি হলে তো আর কথাই নেই সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়ছেন বাইক আরোহীরা।প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা।সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে হুগলির পোলবা থানায় অভিযোগ জানান স্থানীয় মানুষজন।অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তৎপর হয় পোলবা থানার পুলিশ। সমগ্র এলাকাজুড়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে দায়ি ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে থানায় আটক করা হয় এবং পুলিশের তত্ত্বাবধানে তাদের দিয়েই রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু করানো হয় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাস্তায় পরিষ্কার ও পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।পোলবা থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনসাধারণের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস নয়। সরকারি রাস্তার ক্ষতি ও সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিরাপদ রাস্তা,দায়িত্বশীল আচরণ ও নাগরিক সচেতনতা বজায় রাখতে পোলবা থানার অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ঢালাই রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ ! ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন

নিজস্ব প্রতিবেদন - রাজ্যে পরিবর্তন ঘটলেও কন্টাক্টরদের অধিকাংশের চরিত্রের এখনও পরিবর্তন ঘটেনি।স্বচ্ছ ও দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসনের লক্ষ্যে মানুষ রাজ্য সরকারের পরিবর্তন করলেও পঞ্চায়েত,পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ যেহেতু এখনও তৃণমূলের দখলে তাই অসাধু কন্টাক্টররাও নিম্নমানের মালপত্র দিয়ে পূর্বে টেন্ডার হয়ে থাকা সরকারি কাজ করার সাহস পাচ্ছে বলে অভিযোগ।অনেকেই বলাবলি করছেন,পনেরো বছরের অভ্যাস কি এত তাড়াতাড়ি যায়?প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মথুরাপুর গ্রামে আদিবাসী পাড়ায় ঢালাই রাস্তার জন্য দু'গাড়ি মাল পড়েছে,কিন্তু তা ধাস না মাটি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ।স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ,রাস্তার কাজের সিডিউল প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয় নি,রাস্তার পাশে এখনও কাজের খতিয়ান সহ বোর্ড পড়েনি।ঢালাই রাস্তার জন্য যে মালপত্র পড়ছে তার মান নিম্ন মানের।এই রকম মালপত্র দিয়ে রাস্তা করলে রাস্তা ক'দিন টিকবে ? মাত্র ১০০ ফুট মতো রাস্তা ঢালাই দেওয়ার জন্য বরাদ্দ ২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা বলে জানা গেছে।ভোটের আগে টেন্ডার হলেও এতদিন রাস্তা করার কোনো গাগোজ ছিল না বলে অভিযোগ।কয়েক দিন আগে এক গাড়ি পাথর পড়েছিল,আর গত বুধবার দু'গাড়ি মাল পড়েছে,যার মান খুবই নিম্নমানের বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ।রাস্তার মাল দেখে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন।অবিলম্বে নিম্নমানের মাল তুলে কাজের সিডিউল অনুযায়ী সঠিক ভাবে রাস্তার ঢালাইয়ের কাজ হোক, দাবি করছেন এলাকার মানুষজন।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে খুন।

● "বিজেপির যত বড়ই নেতা হোক,অশান্তি করলে অ্যারেস্ট করাবো",ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কড়া বার্তা বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের।

● ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে জিরো টলারেন্স নীতি পুলিশ প্রশাসনের,অশান্তি করলেই হাজতবাস।

● "১০০ আসন লুট করে নেওয়া হয়েছে,কমিশনই ভিলেন।আমরা হারিনি,কেন পদত্যাগ করবো ? ", সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ২০৭ টি আসনে জয়ী,তৃণমূল ৮০ টি আসনে জয়ী,সিপিএম ১ টি আসনে জয়ী, আইএসএফ ১ টি আসনে জয়ী, কংগ্রেস ২ টি আসনে জয়ী এবং আম জনতা উন্নয়ন পার্টি ২ টি আসনে জয়ী।

● মোস্তাফিজুরের হাত ধরে শূন্যের গেরো কাটলো বামেদের।গেরুয়া ঝড়ের মধ্যেও ডোমকলে উড়ল লাল পতাকা, খাতা খুললো সিপিএম।

● নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে ভবানীপুরে ১৫১০৫ ভোটে জয়ী বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী।

● নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শওকত মোল্লাকে পরাজিত করে ৩২০৮৮ ভোটে ভাঙড়ে জয়ী বাম সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী নওসাদ সিদ্দিকী।

● বর্ধমানের দাপুটে তৃণমূল নেতা খোকন দাস ভোটে হেরে যাবার পর নিজেকে এখন বিজেপি নেতা বলে পরিচয় দিচ্ছে।ভাইরাল অডিও ঘিরে প্রবল চাঞ্চল্য রাজনৈতিক মহলে।

● ভোটের আগে গুজব ও উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে গ্রেফতার বাংলা পক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায়।

● মদ আর লটারিতে সর্বস্বান্ত গ্রাম বাংলার সাধারণ গরীব খেটে খাওয়া মানুষ।বাড়ছে পারিবারিক অশান্তি।পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে বন্ধ হোক মদ আর লটারি,চাইছেন অনেকেই।

● তৃণমূল আমলে চরম সীমায় পৌঁছেছিল মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য,সর্বত্র বেআইনি ভাবে চলছিল মাটি কাটা।মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য এবার বন্ধ হয় কিনা সেটাই এখন দেখার।

● অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা তুলে নিল রাজ্য সরকার।পাইলট কারের সুবিধাও তুলে নেওয়া হল।

● "স্বাধীন ভাবে কাজ করুন।কাজ করুন নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে।দাগি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিন।কাজের প্রয়োজনে শাসক এবং বিরোধী সবার সঙ্গেই কথা বলুন",পুলিশকে স্পষ্ট বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

● পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু।

● রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হলেন মনোজ আগরওয়াল।

● ১ জুন থেকে সরকারি বাসে বিনামূল্যে চড়তে পারবেন মহিলারা,সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের।

● আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হলেন ক্ষুদিরাম টুডু।উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং ক্রীড়া মন্ত্রী হলেন নিশীথ প্রামাণিক।খাদ্য মন্ত্রী হলেন অশোক কীর্তনিয়া।নারী ও শিশু কল্যাণ এবং পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হলেন অগ্নিমিত্রা পাল।পঞ্চায়েত,প্রাণী সম্পদ ও কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী হলেন দিলীপ ঘোষ।

● ১ জুন থেকেই চালু হচ্ছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার। যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান তারা সবাই অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাবেন বলে জানিয়ে দিলেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।নতুন আবেদন অনলাইনে করা যাবে।

● রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে পুরো ICU তে পাঠিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। শিক্ষাকে ICU থেকে বের করে বাংলার পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারে কিনা বিজেপি সরকার সেটাই এখন দেখার।

● রাজ্যে শিক্ষার হাল খুবই উদ্বেগজনক। ছাব্বিশের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী অঙ্কে ৫০ ছুঁতে পারেনি।২৫ থেকে ৩৪ পেয়ে সি গ্রেডে পাশ করেছে ৩৪.৪৯ শতাংশ ছেলে মেয়ে।

● গরু জবাই বন্ধে কড়া নির্দেশ জারি করল রাজ্য সরকার।সরকার স্বীকৃত কসাইখানা ছাড়া প্রকাশ্যে করা যাবে না গরু/মোষ জবাই,জবাই করার জন্য নিতে হবে ব্লক প্রশাসনের অনুমতি।

● হেলমেট ছাড়া বাইক চালাবেন না।এখন বাইক চালানোর সময় হেলমেট পড়া বাধ্যতামূলক।

● ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার।এখন থেকে অবাধে অন্য রাজ্যে আলু সহ অন্যান্য কৃষিজ পণ্য পাঠাতে পারবেন চাষী ও ব্যবসায়ীরা,জানিয়ে দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and Printing Press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103